যুগান্তর

তারিখ ... 13 JAN 2017 ... পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 6

আর্থিক হিসাব দিতে অনীহা

বেসরকারি ৮৪ বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসির আলটিমেটাম

মুসতাক আহমদ

৮৪ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে আলটিমেটাম দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি হয়েছে। অন্যথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন বলেন, বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আইন লংঘন করে চলছে। এদের অনেকেই প্রতিষ্ঠার পর এক যুগেও সরকারকে আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট দেয়নি। এ কারণে চিঠি দিয়ে তাদের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অডিট রিপোর্ট না দিলে জরিমানা, কারাদণ্ড এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের বিধান আছে আইনে। প্রয়োজনে আমরা অপরাধ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাব।

সংস্থাটির উপপরিচালক জেসমিন পারভীন স্বাক্ষরিত এ নির্দেশনায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। তারা প্রতি আর্থিক বছরে আয়-ব্যয়ের ■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ৪

বেসরকারি ৮৪ বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসির আলটিমেটাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসাব কমিশনের নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবে। এই হিসাব সরকার কর্তৃক মনোনীত সিএ ফার্ম দিয়ে অডিট করা হবে। এ অডিট রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় জমা দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্ট কমিশনে পাঠাতে বলা হয়।

৩১ জানুয়ারির মধ্যে অডিট রিপোর্ট দিতে হবে

৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫ সালে আয় ২৭৯১ কোটি টাকা

সম্প্রতি ইউজিসি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়। তাতে দেখা যায়, ৭৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৭টির নিরীক্ষা রিপোর্ট হাল নাগাদ আছে। ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় কোনো তথ্যই দেয়নি। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, 'আর্থিক অডিট রিপোর্ট দাখিলযোগ্য ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩১টি রিপোর্ট কমিশনে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ২০টি অডিট রিপোর্ট নিরীক্ষিত এবং ১১টি অনিরীক্ষিত। ২০টি নিরীক্ষত রিপোর্টের মধ্যে মাত্র ৮টিতে আইন অনুযায়ী পিইউএফআর (প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ফিন্যান্সিয়াল রুলস) অনুসরণে করা হয়েছে।'

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এ প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি হলেও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর আয়ের অর্থ 'পাবলিক মানি'। আইনত হিসাব দিতে তারা বাধ্য। তাই এর আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারের কাছে অবশ্যই জমা দিতে হবে। কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই অডিট রিপোর্ট জমা দিচ্ছে না। প্রতিষ্ঠার পর আজ পর্যন্ত চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোনো রিপোর্ট দেয়নি। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) ২৩ বছরে মাত্র একবার হিসাব দিয়েছে। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও ১৫ বছরের মধ্যে একবার নিরীক্ষা রিপোর্ট দিয়েছে। এমন চিত্র অনেকেরই। মাত্র ৯টির অডিট রিপোর্ট হাল নাগাদ আছে। আমরা মূলত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্ক করতে রিপোর্টের জন্য 'রিমাইন্ডার' দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। এরপর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাব।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৪৫ ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এ রিপোর্ট পরবর্তী আর্থিক বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। এ ধারার নির্দেশনা লংঘন করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের নির্দেশনা আছে। ৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৫ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেয়ার বিধান আছে।

ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, গত বছর দেশের ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট আয় ছিল প্রায় দুই হাজার ৭৯১ কোটি টাকা। গড়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আয় করেছে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। অপরদিকে গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যয়ও করেছে প্রায় দুই হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা। আয়-ব্যয় সমান দেখিয়েছে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়। আয়-ব্যয় কিভাবে সমান হয় তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯৫টি। আরও তিনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে ৮৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট রিপোর্ট দেয়ার উপযোগী। বাকিগুলো চালু হয়নি।